জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।
মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

শ্যামা দন্তমঞ্জন

দন্ত রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন
(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

[illegible] বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৯শে চৈত্র বুধবার ১৩৫৬ ইংরাজী 12th April. 1950 | ৪৫শ সংখ্যা

মণ্ডলপুর

গঙ্গাধর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

আমি রামপুরহাট টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া স্বনামধন্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ কবিরত্নের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া স্বগ্রামে এই ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছি। এখানে নানাবিধ অরিষ্ট, আসব, তৈল, ঘৃত, চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ঔষধ বিক্রয়ার্থ প্রস্তত রাখি। বিদেশী রোগিগণের থাকিবার সুব্যবস্থা আছে। গরীব রোগিদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে যত্নসহকারে ব্যবস্থা দিয়া থাকি। অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি রোগী আমার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রজিষ্টার্ড কবিরাজ শ্রীস্বয়ম্ভুপদ বিদ্যারত্ন
আয়ুর্ব্বেদরত্ন ও বিশারদ
কবিরাজ ৺অবনীশচন্দ্র বিদ্যা বনোদের পুত্র
মণ্ডলপুর, পোঃ বাড়ালা, মুর্শিদাবাদ।

প্রতিশ্রুতি

বসন্তের মুকুল আনে বর্ষাদিনের পরিপক্ক ফলের সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আনে শেষ জীবনের অখণ্ড আনন্দের প্রতিশ্রুতি। আপনার জীবনেও সেই প্রতিশ্রুতি আনতে পারে আপনার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি,—যার অভাবে মানুষের জীবন ক্রমশঃ দুর্বহ হয়ে উঠে প্রতিদিনের অভাব ও লাঞ্ছনায়।

জীবন-বীমার প্রতিশ্রুতিতে আপনার বর্তমান আশা ও উৎসাহে ভরে উঠবে, নিরাপদ জীবন যাপনের নিশ্চয়তায় ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে উজ্জ্বল ও শান্তিময়। হিন্দুস্থানের বীমাপত্র দীর্ঘ ৪৩ বৎসরকাল এই প্রতিশ্রুতি বহন করে চলেছে দেশবাসীর ঘরে ঘরে।

আপনাকে জীবনের অবশ্য কতব্য পালনে সহায়তা করবার জন্য হিন্দুস্থানের কর্মিগণ সর্বদাই প্রস্তুত। আপনার ও আপনার উপর নির্ভরশীল পরিজনবর্গের ভবিষ্যৎ সংস্থান উপেক্ষণীয় নহে।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড.
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৫৬ সাল।

"পথিকে পথিকে পথের আলাপন"

—:০:—

যখনই কলিকাতায় গিয়ে দুই কি চারি দিন থাকি, তখনই অগ্নিযুগের অন্যতম অগ্নিহোত্রী ঋত্বিক, আলিপুর বোমার মামলায় প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা এবং হাইকোর্টে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ড প্রাপ্ত, আণ্ডামান প্রত্যাগত বাংলার তথা ভারতের কৃতী সন্তান, স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম নির্ভীক সেনা-নায়ক, বিপ্লবী বীর, বৈপ্লবিক সাহিত্যগুরু, উন-পঞ্চাশীর চাষী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি, দৈনিক ও সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার সিঁথির বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে প্রায়ই ভুলি না। এবারও ভুলি নাই। কিন্তু জানিতাম না—যে এই দেখাই শেষ দেখা।

"চোকে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি"

—:০:—

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগেকার কথা—হোর মিলার কোম্পানির ষ্টীমারের জঙ্গিপুর অফিসে কাজ করিতেন স্বর্গীয় দুর্গা ভকত মহাশয়। আমরা জঙ্গিপুর হাই স্কুলে পড়িবার সময় হইতেই ছিলাম ভকতজীর অনুগত। এই আনুগত্যের কারণ আর কিছুই নয়, কেবল তিনি আমাদের ষ্টীমারে চড়িয়া জঙ্গিপুরের পার হইতে রঘুনাথগঞ্জের পারে আসিতে কোনও আপত্তি করিতেন না। সত্যই তিনি আমাদের ভাল বাসিতেন। রঘুনাথগঞ্জ মেছো-বাজারের দক্ষিণে যে বরদা ঘাট আছে, তারও দক্ষিণে ষ্টীমার ঘাট ছিল। তখন ভাগীরথী রঘুনাথ-গঞ্জের পার দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন।

সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে স্বগ্রাম দফরপুরে কাঠের প্রেস দিয়ে কাগজ ছাপাতে সুরু ক'রেছি। কোনও মাসে ৪৲ কোনও মাসে ৫৲ টাকা রোজকার করি। একদিন একজন লোক রঘুনাথগঞ্জ হ'তে দুর্গা দাদার (দুর্গা ভকতের) লেখা একখান চিঠি দিয়ে তার সঙ্গেই আমাকে ষ্টীমার ঘাটে হাজির হ'তে বাধ্য করলো। দুর্গা দাদা তখন তুলসীবিহার বাড়ীর মধ্যেকার মন্দিরের রোয়াকে অন্য অনেক লোকের সঙ্গে ব'সে একজন যুবক সাধুর সঙ্গে কথা কইছেন। আমি আসা মাত্র দুর্গা দাদা সাধুবাবাকে বলিলেন—এই ছেলেটীর কথা বলছিলাম বাবা। সাধুবাবা আমায় বসতে বল্লেন। তখন প্রায় লোক চলিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় সাধু আমায় কাছে ডেকে আমার নাম, বাবার নাম, ঠাকুর দাদার নাম টক্ টক্ ক'রে ব'লে ফেললেন। আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। বাবা আরও বল্লেন—এই ভকতজী যা যা বল্‌বে, তুমি তাই করো, তোমার মঙ্গল হবে। দুর্গা দাদা আমায় ৭ দিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলে' চলে গেলেন। আমি, আমার তিন পুরুষের নাম বলায়, সাধুকে একবার সিদ্ধ পুরুষ, আবার তখনি কারো কাছে নাম শুনে নিয়ে বুজরুক দেখাচ্ছে—সন্দেহ ক'রে, সাধুর পায়ে জুতোর কড়ার দাগ দেখে, জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললাম—বাবা কত দিন জুতো ছেড়েছেন? সাধু আমার মুখের দিকে চেয়ে কাছে বসতে বল্লেন। বল্লেন—বেশী কথা কইতে নাই। ভকত তোমার পূর্ব্ব জন্মের দাদা। ওর কথা শুনো কোনও অভাব থাকবে না। সাত দিন পর দুর্গা দাদার সঙ্গে দেখা করলাম। দুর্গা দাদা আমার হাতে তিনটী টাকা আর একটা কাগজের প্যাকেট ও স্থানীয় কতক লোকের নামের ফর্দ্দ দিয়ে বল্লেন—এতে "যুগান্তর" কাগজ আছে। তুমি আমার কাছে ৭ দিন অন্তর আস্‌বে, এই কাগজ খুব সাবধানে ফর্দ্দের লোকের বাড়ীতে ফেলবে। মাসে ৬৲ টাকা পাবে। দেশের কাজও করবে, সাশ্রয়ও হবে। ফর্দ্দের লেখা লোকদের কার বাড়ীতে কেমন ভাবে ফেলতে হবে, দুর্গা দাদা সে ছিকমত শিখিয়ে দিলেন। প্রতি সপ্তাহে আমার দু' দিন খাটতে হতো। একদিন রঘুনাথ-গঞ্জে, একদিন জঙ্গিপুরে সন্ধ্যা ৭টা ৮টায় কিম্বা ভোর ৪টা ৪৷৷০ টায় চোরের মত কাজ করতে হতো। কাগজের বিষয় বস্তু পড়ে আমারই রক্ত টগ বগ ক'রে ফুটে উঠতো। দুর্গা দাদা কিন্তু ঠিক খবর রাখতেন—আমি কাজ করি না ফাঁকি দিয়ে টাকা ৬টা মারি। কিছুদিন কাজ করার পর এক-দিন দুর্গা দাদাকে ধরে ফেললাম—সাধুবাবা আমার তিন পুরুষের নাম ব'লে দিলেন কি ক'রে। গয়ার পাণ্ডার একজন লোক দুর্গা দাদার বাড়ীতে এসে থাকতো, দুর্গা দাদা তারই খাতা হ'তে আমার তিন পুরুষের নাম সংগ্রহ ক'রে সাধুবাবাকে দিয়েছিলেন। দুর্গা দাদা তাঁর ষ্টীমারে সারেঙের মারফৎ কাগজ আনাতেন—তাঁর কাগজ বিলির এলাকা ছিল—আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর, অরঙ্গা-বাদ, নিমতিতা, ধুলিয়ান।

উপেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী লেখনীর পরিচয় যুগান্তরে দেখিয়া উদ্দেশে মাথা নোয়াইতাম, তারপর আলিপুর বোমার মামলায় যখন দলকে দল নির্ব্বা-সনে গেলেন—তখন মনে হইতো তাঁর বাঁশীই শুন্‌লাম—চোকে দেখা হ'লো না।

নিমতিতার স্বনামধন্য সর্ব্বজনপরিচিত গায়ক ও লেখক শ্রীমান্ নলিনীকান্ত সরকার কেন কি উদ্দেশ্যে "জঙ্গিপুর সংবাদ" কাগজে ঢুকলেন তাহা 'বুধৈরপি ন বুধ্যতে"। শ্রীমান্ নলিনীর কল্যাণেই আণ্ডামান প্রত্যাগত উপেন্দ্রনাথ, বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ অগ্নিযুগের বীরবৃন্দের সহিত কেবল পরিচিতই হই নাই, বিশেষ সৌহার্দ্দ্য লাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এই সম্পর্কে সম্পর্ক পাতিয়ে উপেন দা'র সঙ্গে আনুগত্য হয়। আমাদের নিলামের বিজ্ঞাপনের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রতি সপ্তাহে তাঁহার নামে পাঠাই। যখনই কলিকাতায় আসি, দেখা করি। তাঁর সিঁথির বাড়ীতে হাতী-বাগান হ'তে হেঁটেই যাতায়াত করি। গত ১৬ই চৈত্র দেখা করতে গিয়ে শুনলাম—উপেন দা' শয্যা-গত। কারো সঙ্গে দেখা করতে ডাক্তার নিষেধ করেছেন। ছেলেদের বল্‌লাম—আমি এসেছি বলিও না—শুন্‌লেই ডেকে গল্প করবেন। একটী নাতি আমার আসার কথা তাঁকে বলায়—তাঁর মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ রাজেন বল্লে—বাবা ডাকছেন।

উপেন দা' ইজি চেয়ারে এসে বসলেন—যা ভেবেছিলাম তাই—বল্লেন—ছোট ছেলে গণেন কবিরাজ ডাকতে গিয়েছে। কবিরাজ আসা পর্য্যন্ত তুমি বসো। কবিরাজ এলেন, দেখলেন—বহু দিন ভাত খান নি। কবিরাজ ভাতের ব্যবস্থা করলেন—উপেন দা' ভাত খেতে পাবেন শুনে আনন্দে আটখানা হলেন। তবে বোধ হয় বাঁচবো। যদি মরি কেবল দুঃখ থাকবে—যে স্বাধীনতা চেয়েছিলাম সে স্বাধীনতা দেখা হলো না। উপেন দা'র কথা বল্‌তে মানা, অথচ কত কথা বল্লেন। আর বল্লেন রোজ একবার ক'রে আসবে। রোজ যেতাম, কাছে গেলে, কথা কইবেন, ভয়ে বাইরে থেকে খবর নিতাম। গণেনকে বল্লেন—এ আমার চেয়ে বছর খানেক ছোট। কেমন হাঁটতে পারে, খাটতে পারে। উপেন দা' বলেছেন—যদি মরি যেন আবার জন্মে' সত্যিকার স্বাধীনতা দেখতে পাই। উপেন দা'র নশ্বর দেহ তিনি ত্যাগ করিয়াছেন বটে তবুও বিশ্বাস—তাঁদের মত সাধুরাই বলিতে পারেন "সম্ভবামি যুগে যুগে"।

বিখ্যাত কাটনীর চুণ

যাবতীয় ইমারতি কাজের ও পানে খাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট ১নং পাথর চুণ পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরিমলকুমার ধর

জঙ্গিপুর (ঠাকুরবাড়ীর সন্নিকট)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

নোটীশ

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

মোকর্দ্দমার নং ২০।৫০ দেওয়ানী

বাদী— বিবাদী—

এব্রাহিম বিশ্বাস হাজি আবদুল মজিদ

বাদী এব্রাহিম বিশ্বাস তাহার স্বত্বীয় আলমসাহী মৌজার ৩৭২।৩৭৩।৩৭৫।৩৭৬ নং দাগের পুষ্করিণীর পাহার কাটা ও মৎস্য বাহির করিয়া দেওয়া বলিয়া যে ক্ষতিপূরণ ও স্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা প্রচারের নালিশ দায়ের করিয়াছেন তাহাতে বিবাদী ছাড়াও মহিষাস্থলী, আলমসাহী, শঙ্করপুর, ভবানীমাটী, বলবলপাড়া, যাদবপুর, নামচাচণ্ড, বাসুদেবপুর, লস্করপুর, চাঁদনিদহ, জয়কৃষ্ণপুর, কোহত্রপুর, কাঁকুড়িয়া, মহম্মদপুর ও শিকদারপুর প্রভৃতি গ্রামের বহু ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আছে ও বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য। উক্ত ব্যক্তিগণকে এই নোটীশ দিয়া জানান যাইতেছে যে তাহারা উক্ত মোকর্দ্দমায় বিবাদী হইয়া মোকর্দ্দমা চালাইতে ইচ্ছা করিলে ১৭।৪।৫০ তারিখে ও তৎপূর্ব্বে হাজির হইয়া বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

Sd/- A. P. Bhattacharyya
Munsif 2nd Court, Jangipur.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৮ই মে ১৯৫০

১৯৫০ সালের ডিক্রীজারী

৫৭ খাং ডিঃ পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় দেং নন্দরাণী দাসী দিং দাবি ৩৯৸৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুলড়ী ১-৫৭ শতকের কাত ৭।৵৩ আঃ ৩০৲ খং ২৪৪ রায়ত স্থিতিবান

৫৮ খাং ডিঃ ঐ দেং বিন্দুবাসিনী দাসী দাবি ১৭।৵৬ মৌজাদি ঐ ২৯ শতকের কাত ২৷৷০ আঃ ১০৲ খং ৬৩ ঐ স্বত্ব

৫৯ খাং ডিঃ ঐ দেং দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস মৃতাস্তে ওয়ারিশ সত্যনারায়ণ দাস নাবালক পক্ষে অলি মাতা ও স্বয়ং সরস্বতী দাসী দিং দাবি ১৪৷৷৵২ মৌজাদি ঐ ১১ শতকের কাত ১।৵০ আঃ ৫৲ খং ২৮১ ঐ স্বত্ব

১৫ খাং ডিঃ মাখনময়ী দাসী দেং সরলাবালা দেবী দিং দাবি ১৬৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে শ্রীকান্তবাটী ১-৭২ শতকের কাত ১১৫৭ পাই আঃ ৫৲ খং ৪২৫ রায়ত স্থিতিবান

১৫৩ খাং ডিঃ কমলাবালা দাসী দেং ভোলানাথ বড়াল দিং দাবি ৬৭৸৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে এনায়েতনগর ৬-৩২ শতকের কাত ৩৬৸০ আঃ ২৫৲ খং ৫৩ রায়ত স্থিতিবান

১৫৯ খাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং নসি সেখ দিং দাবি ১৮।৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুলগাছি ৭৯ শতকের কাত ৪৷৷০ আঃ ৫৲ খং ২৭০ রায়ত স্থিতিবান

১৪৭ খাং ডিঃ ঐ দেং আয়ুব মণ্ডল দাবি ৮৸৵৩ মৌজাদি ঐ ৯ শতকের কাত বৃদ্ধিসহ ৸৵৬ আঃ ৪৲ খং ৯৬ অধীনস্থ খং ৯৭ ঐ স্বত্ব

১৪৮ খাং ডিঃ ঐ দেং মোসাম্মাৎ ইজ্জতনেসা দাবি ৭৮৸৯ থানা ঐ মৌজে বাবুপুর ৩৫-৬ শতক এর এক তৃতীয়াংশে ১১-৬৯ শতকের কাত ২৯।৵৮ আঃ ২৫৲ খং ১৬০ মধ্যস্বত্বাধিকারী চিরস্থায়ী মোকররী

১৩ খাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং তাজমত সেখ দাবি ১১৷৷৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামচন্দ্রবাটী ৪ শতকের কাত ৸০ আঃ ৫৲ খং ৭১৯

৭৫ খাং ডিঃ ঐ দেং অশ্বিনীকুমার দাস দাবি ৯৸৵৩ থানা ঐ মৌজে নশীপুর ১১ শতকের কাত ১।৵৩ আঃ ৫৲ খং ২০৫

৭৮ খাং ডিঃ ঐ দেং অটলবিহারী মণ্ডল দিং দাবি ৩৮৸৩ থানা ঐ মৌজে মহাম্মদপুর ৩-১৫ শতকের কাত ১০৸৮ আঃ ৩০৲ খং ৬

৭৯ খাং ডিঃ ঐ দেং বনবিহারী মুখোপাধ্যায় দাবি ২৫৷৷৵০ থানা ঐ মৌজে আমগাছি ও মির্জ্জাপুর ৭২ শতকের কাত ৩।৵৬ আঃ ১৫৲ খং ৫৫।২১৪

৮০ খাং ডিঃ ঐ দেং লক্ষ্মীনারায়ণী দাসী দাবি ৯।৵০ থানা ঐ মৌজে মহাম্মদপুর ৬ শতকের কাত ৷৷৵৬ আঃ ৫৲ খং ৫৬

[পর পৃষ্ঠা দেখুন।

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার জের)

১১৪ থাং ডিঃ সেবাইত মনোহরচন্দ্র সিংহ দেং কোরবান হোসেন মিঞা দিং দাবি ২০৮৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গোঁসাইপুর ১-৩৪ শতকের কাত ২।/১১ আঃ ১০৲ থ ৮ রায়ত মোকররী

১২৭ থাং ডিঃ ঐ দেং আসগার খাঁ দিং দাবি ৭৫৩ থানা ঐ মৌজে নিজ দারিয়াপুর ৩-৩৯ শতকের কাত ১০॥৩ আঃ ৪০৲ খং ২৪, ৮৬, ২ রায়ত স্থিতিবান

১২৮ থাং ডিঃ ঐ দেং পিয়ার আলি বিশ্বাস দিং দাবি ২৪॥৶০ থানা ঐ মৌজে কানাইমাটী ৭৮ শতকের কাত ১৮/৬ আঃ ১০৲ খং ১৫ ঐ স্বত্ব

১৩০ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮।৶৩ মোজাদি ১৪ শতকের কাত ॥৵৯ আঃ ৫৲ খং ৫৭ ঐ স্বত্ব

১২৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৯৫৯ থানা ঐ মৌজে কানাইমাটি ও কাজিমাটী ১-৪৩ শতকের কাত ২॥/৩ আঃ ১০৲ খং ৫৪, ৫১ ঐ স্বত্ব

১৯৪৪ সালের ডিক্রীজারী

৫৯৯ থাং ডিঃ রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দেং গোবিন্দদাস নাথ দিং দাবি ২৯॥৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সুজাপুর ২৯ শতকের কাত ৪॥০ আঃ ১০৲ খং ২৭৩।১ অধীনস্থ খং ২৭৪ রায়ত স্থিতিবান

৬০০ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০৮/৩ মৌজাদি ঐ ১-৯০ শতকের কাত ৮॥৶১০ আঃ ৫৲ খং ২৯০ অধীনস্থ খং ২৯১ ঐ স্বত্ব

৬০১ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮॥৶৯ মৌজাদি ঐ ১-২ শতকের কাত ৬।০ আঃ ৫৲ খং ২৯২ অধীনস্থ খং ২৯৩, ২৯৪ ঐ স্বত্ব

৬০২ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৮।৵৯ মৌজাদি ঐ ৫৪ শতকের কাত ৫৮/৪ আঃ ৫৲ খং ২৯৫ অধীনস্থ খং ২৯৬, ২৯৭ ঐ স্বত্ব

৬০৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৬৵৩ মৌজাদি ঐ ৬৯ শতকের কাত ২॥১১ আঃ ৫৲ খং ২৯৮ অধিনস্থ খং ২৯৯, ৩০০ ঐ স্বত্ব

৬০৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫॥৵৯ মৌজাদি ঐ ৬৫ শতকের কাত ১৬৵৩ আঃ ৫৲ খং ৩০১ ঐ স্বত্ব

৬০৫ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫।/৩ মৌজাদি ঐ ৫৪ শতকের কাত ১।৶০ আঃ ৫৲ খং ৩০২ অধীনস্থ খং ৩০৩, ৩০৪ ঐ স্বত্ব

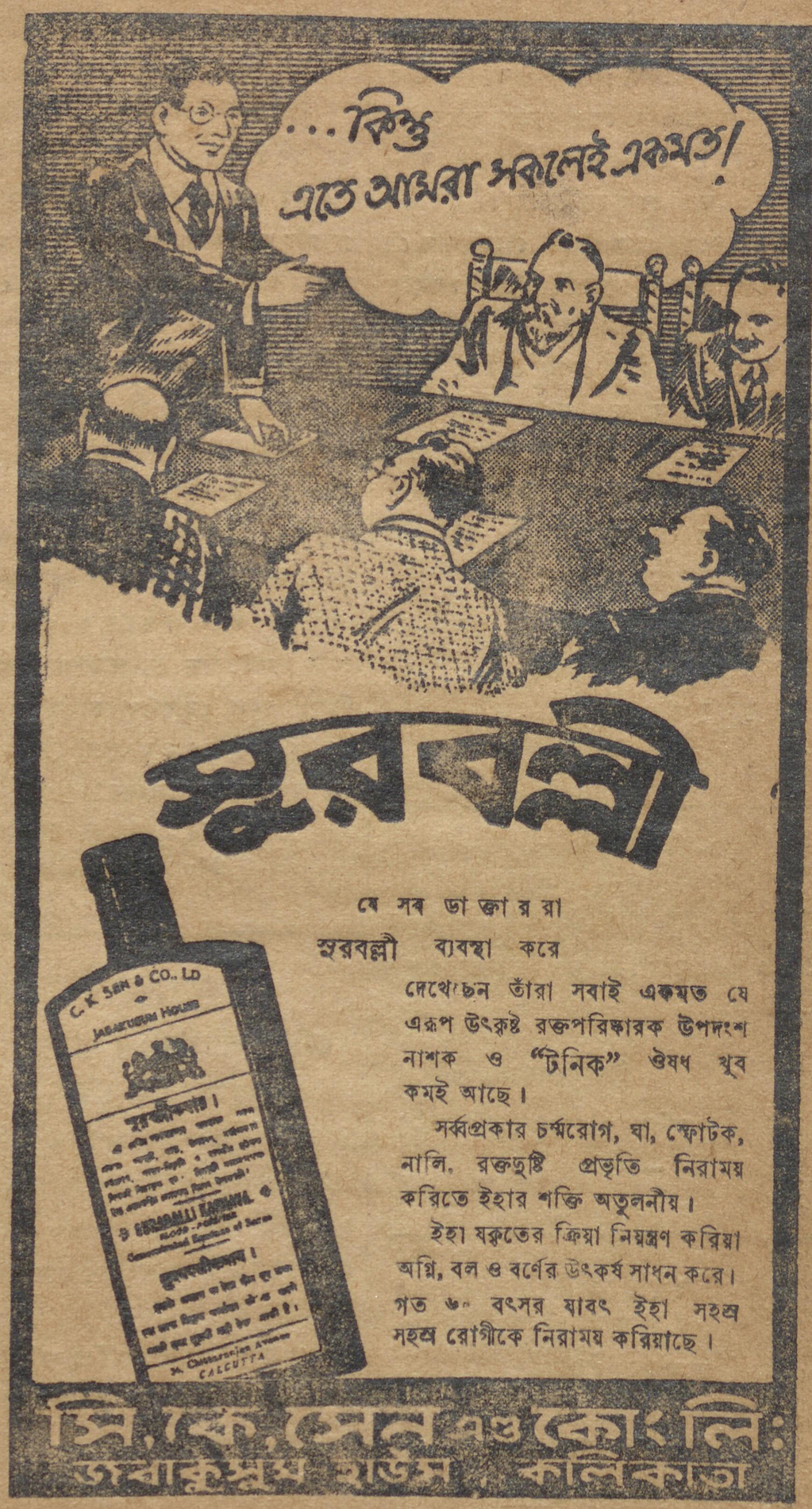

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত